যুগান্তর THE DAILY JUGANTOR
রোববার ২৯ জানুয়ারি ২০১২

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না

লাবিদ ইসলাম

উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার হার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কমে গেছে। কমে গেছে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য এলসি খোলার (ঋণপত্র স্থাপন) হার কমেছে ১৪৩ শতাংশ। আর শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসি খোলার হার কমেছে ৭৩ ভাগ। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যাওয়ার প্রভাবে নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। তেমনিভাবে বিদ্যমান শিল্পকারখানা সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সামনে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাবে।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, গ্যাস-বিদ্যুতের স্বল্পতা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদ, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ও সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী মন্দার আশংকায় নতুন বিনিয়োগ করতে উদ্যোক্তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। তাদের মতে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বছর শেষে জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হবে না।

সিলেকটেড ইনডিকেটর নামক অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো নিয়ে তৈরি বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য এলসি খোলার হারের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঋণাত্মক প্রায় (-) ৩৮ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১০৫ ভাগ। ১০৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে ৩৮ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি যোগ করলে মূলত এলসি খোলার হার কমেছে ১৪৩ ভাগ। অপরদিকে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসি খোলার হারও আলোচ্য সময়ে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৮ শতাংশ হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ। এদিক থেকে দেখা যায় শিল্পের কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসি খোলার হার কমেছে ৭৩ শতাংশ।

ব্যাংকারদের মতে, এলসি খোলার হার কমে যাওয়ার অর্থ হল সামনে শিল্প বিনিয়োগ কমে যাবে। অর্থাৎ নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি কমে যাবে। এর সরাসরি প্রভাব

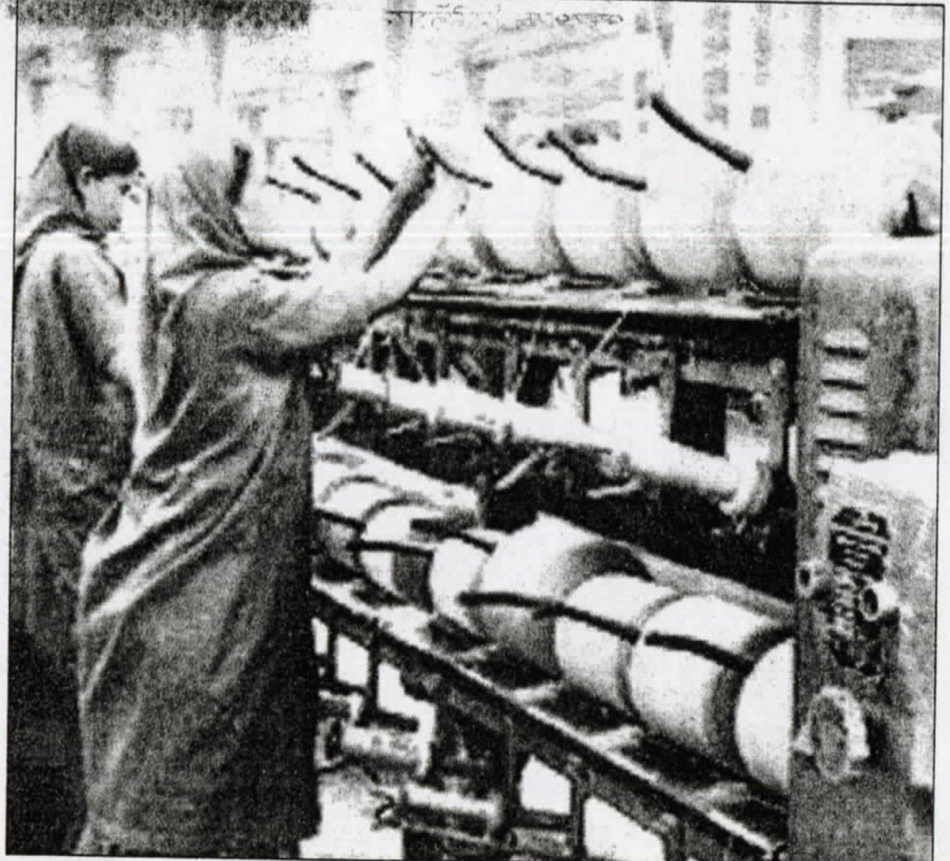

পড়বে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মতে, এর প্রভাবে কর্মসংস্থান কমে যাবে। বাড়বে বেকারত্বের হার। এতে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাবে। তাদের মতে, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার ধারা অব্যাহত থাকলে কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এটা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে না পারলে অস্থিরতা বেড়ে যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অর্থনীতিবিদরা কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়েছে। একই সঙ্গে দেশের স্মরণকালের বেশি টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। এর প্রভাবে স্থানীয় বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। দাম বাড়ার কারণে আমদানি চাহিদা সংকোচিত হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়ত : ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ার কারণে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তৃতীয়ত : গত বছর রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল যন্ত্রপাতি আমদানির কারণে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বেশি বেড়েছিল। এর সামগ্রিক প্রভাবে রফতানি কমছে। সিপিডি'র এ গবেষক মনে করেন এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, দেশের শ্রম বাজারে প্রতিবছর ১৮ লাখ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে অস্থিরতা বেড়ে যাবে। এ কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর জন্য উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশে নতুন শ্রম বাজারের সন্ধান করতে হবে। পাশাপাশি সরকারের কাজের বিনিময়ে কর্মসংস্থানসহ কর্মসংস্থানমুখী কর্মসূচি আরও বাড়াতে হবে। অন্যথায় অস্থিরতা বেড়ে যাবে।

অপরদিকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস স্বল্পতাই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন কেউ কেউ। তাদের মতে, সরকার নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ দিতে পারছে না। আবার অবকাঠামো সুবিধাও বাড়ছে না। এর প্রভাবে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমে যাবে। কমে যাবে কর্মসংস্থান। প্রতিবছর লাখ লাখ নতুন মুখ আসছে শ্রম বাজারে। বর্ধিত হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারলে বেকার জনসংখ্যা সামাজিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে বলে তারা মনে করছেন।

ব্যবসায়ীরা মনে করেন, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমে যাবে এটাই বাস্তবতা। কেননা, সরকার নতুন করে গ্যাস সংযোগ দেবে না, বিদ্যুৎ সংযোগের জটিলতা, উচ্চ ঋণের সুদ, দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোতে নতুন বিনিয়োগ হবে না এটাই স্বাভাবিক। নতুন গ্যাস সংযোগ না দিলে উদ্যোক্তারা মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করে কী করবে। অপরদিকে বর্তমানে ঋণের উচ্চ সুদের কারণে নতুন করে উদ্যোক্তারা সাহস পাচ্ছে না। দ্বিতীয় দফায় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবের বিষয়ে এ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা জানান, প্রথম মন্দার সময় সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়ায় রফতানি খাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু এবার তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় ও ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের কারণে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে। কমে যাচ্ছে বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা। এ পরিস্থিতি রফতানি আয়ও কমতে শুরু করেছে। অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সরকারের রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়নি, আগামী ৬ মাসেও তিনি আশার কিছু দেখছেন না। এ পরিস্থিতিতে রফতানিমুখী শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও তেল শিল্পকারখানার জন্য ভর্তুকি ও ব্যাংক ঋণের সুদের ওপর ভর্তুকি দিলে রফতানির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হবে।

রোববার ২৯ জানুয়ারি ২০১২ | আমার দেশ

গ্যাস-বিদ্যুৎ সঙ্কটে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বরিশালের একাধিক বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

২০০৭ সালের ১৮ আগস্ট তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছেপে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিয়ে কিছু জটিলতার কথা তুলে ধরেছিল খানসন্স নামে একটি বেসরকারি ব্যবসায়ী গ্রুপ। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট আকুল আবেদন' শিরোনামে একটি চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কিছু উদাহরণ। আর এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে যে এই বেসরকারি গ্রুপটিতে কর্মরত কয়েক হাজার শ্রমিকের ভাগ্যে অনিশ্চয়তা অপেক্ষা করছে সেটিও তুলে ধরা হয়েছিল। তবে সেই আবেদন নজরে আসেনি সংশ্লিষ্টদের। তাই ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৫ বছরে আরও কয়েক দফা আবেদন জমা হয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে। তবে এসব আবেদনের কোনোটিতেই সাড়া নেই। নেই কোনো জবাব। এ অবস্থায় যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে বরিশালের বৃহৎ কয়েকটি শিল্পকারখানা। আর এতে বেকার হবে কয়েক হাজার শিল্প।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশালে খানসন্স গ্রুপ ১৯৯২ সালে স্থাপন করে ৭১ হাজার স্পিন্ডল বিশিষ্ট সোনারগাঁও টেক্সটাইল, ২০০১ সালে স্থাপন করা হয় ৮শ' টন উৎপাদন ক্ষমতার অলিম্পিক সিমেন্ট কারখানা, ২০০৫ সালে ৩২ হাজার স্পিন্ডল বিশিষ্ট খানসন্স টেক্সটাইল এবং সব শেষ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় ২ হাজার স্পিন্ডল বিশিষ্ট খানসন্স জুটেক্স মিল। এর বাইরে এ অঞ্চলে আর কোনো ভারি শিল্প কারখানা নেই। তবে এসব প্রতিষ্ঠানও এখন হুমকির মুখে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম আজিজুর রহমান আমার দেশকে জানিয়েছেন, ভয়াবহ জ্বালানি সঙ্কটের মুখে যে কোনো সময় এসব ভারি শিল্প কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, আমরা গত কয়েক বছর ধরে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়ে আছি। ভোলায় ১০-১২ মেগা ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমরা বছরের পর বছর আবেদন করে বসে আছি। নিজেদের খরচে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দিয়ে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ বরিশাল থেকে সরবরাহ চেয়ে সরকারের বিভিন্ন দফতরে আমরা ধরনা দিচ্ছি।

একেএম আজিজুর রহমান

তবে এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনো জবাবই আসছে না। আজিজুর রহমান আরও বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানে বরিশাল পিডিবি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। এজন্য মোটা অংকের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে মেশিনারির ক্ষয়ক্ষতিসহ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় লোকসানের দায় নিয়ে বরিশালের কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এ এলাকায় বেকারত্ব সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি দাবি করেন, এসব কলকারখানার জটিলতা দূর করতে ভোলায় প্রস্তাবিত ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়িত করে ওভারহেড ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে বরিশালে স্থানান্তরের দাবি জানানো হয়।